গল্প-বীথি

H·4

৭৭২



শিক্ষা পর্ষদের নব প্রবর্তিত সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত

গল্পবীথি

৪'৪

[তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দ্রুত-পঠন]

৭৭২

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চক্রবর্তী, এম. এ.

ও

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, বি. এ.

শ্রীপ্রকাশনী

৭নং নবীন কুণ্ডু লেন

কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ— ৬'২৫

সূচীপত্র

Acc No- 14911

প্রকাশক
শ্রীঅমল কান্তি দাস, বি. এস-সি.
৭, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

অপূর্ব মাতৃভক্তি

মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম বীরসিংহ। এই গ্রামে বাংলা মায়ের সুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যাসাগর ও দয়ার সাগর ছিলেন না, অসাধারণ মাতৃভক্তও ছিলেন। মায়ের আদেশ ছিল তাঁহার নিকট সব চেয়ে বড়। প্রাণপণে তিনি মায়ের আদেশ পালন করিতেন। তাঁহার মাতৃভক্তি সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একবার ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ী হইতে মায়ের চিঠি পাইলেন। মা লিখিয়াছেন ছোট ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী যাইতে। তিনি তখন ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক এবং মার্শাল সাহেব উহার অধ্যক্ষ। মার্শাল সাহেব কাজের অজুহাতে তাঁহার ছুটি মঞ্জুর করিতে রাজী হইলেন না। কলিকাতার বাসার সকলেই দেশে চলিয়া গিয়াছে, শুধু ঈশ্বরচন্দ্র একা রহিয়াছেন। সারা রাত্রি তিনি অত্যন্ত অশান্তিতে কাটাইলেন। পরের দিন সোজাসুজি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, "সাহেব আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। মায়ের ইচ্ছা আমি বাড়ী যাই। ছুটি মঞ্জুর না হইলে

আমি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।" সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ মাতৃভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহার ছুটি মঞ্জুর করিলেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র তখন গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। বর্ষাকাল। পথে দামোদর নদ। দিনের পর দিন বিরামহীন বৃষ্টি পড়িতেছে। খেয়া-ঘাটে আসিয়া বিদ্যাসাগর দেখিলেন কোথাও জনমানব নাই। খেয়া নাই। আকাশ



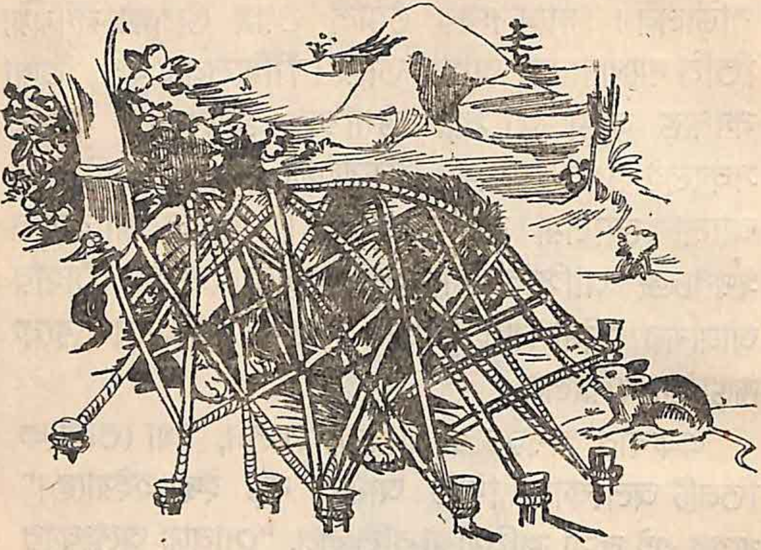
ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। চরিদিকে অন্ধকার। প্রবল বাতাসে দামোদর নদ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তিনি ভাবনায় পড়িলেন। পারাপারের কোন উপায় নাই অথচ মায়ের আহ্বান। তাঁহাকে যে সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী পেঁাছিতে হইবে। তাঁহার অভাবে মা যে মনে ভীষণ আঘাত পাইবেন। এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মাঝির অপেক্ষা না

করিয়া তিনি 'মা মা' বলিয়া দামোদরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দামোদরের উত্তাল তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া তিনি দামোদরের অপর তীরে পোঁছিলেন এবং ভিজা কাপড়ে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সকলেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, শুধু ভগবতী দেবী আলো জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। তিনি জানিতেন ঈশ্বরচন্দ্র আসিবেনই। ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

একবার ঈশ্বরচন্দ্র মাকে বলিলেন, "মা তোমাকে তিনটি অলংকার দিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" পুত্রের এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "সোনার অলংকার পরিবার বাসনা আমার নাই। বিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও গুণবান্ পুত্রই মায়ের শ্রেষ্ঠ অলংকার। তুমি যদি সত্যই আমাকে তিনটি অলংকার দিতে ইচ্ছা কর, তবে গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়, একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কর। তাহা হইলেই আমার অলংকার পরিবার বাসনা পূরণ হইবে।"

মায়ের এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে মায়ের বাসনা পূরণ করিলেন।

ছোট বলিয়া ঘৃণা করা উচিত নয়



বিশাল বন। সেই বনে এক প্রকাণ্ড সিংহ বাস করিত। সিংহটি ছিল খুব সাহসী ও শক্তিশালী। একদিন সে তাঁহার গুহার মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ এক ইঁদুর পথ ভুল করিয়া তাহার শরীরের উপর পড়িল।

ইহাতে সিংহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এইভাবে অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সিংহ অত্যন্ত রাগান্বিত হইল। সে ইঁদুরটিকে সামনে দেখিতে পাইল। সে তখন খপ করিয়া ইঁদুরটিকে ধরিয়া ফেলিল। ইঁদুর

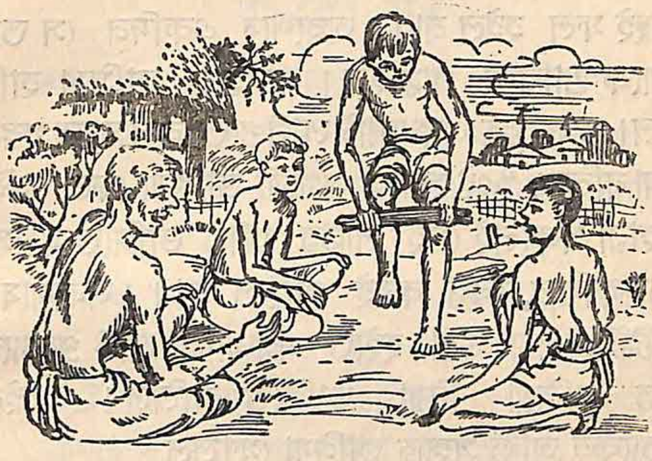
তো ভয়েই অস্থির। সে কাঁপিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। অবশেষে ইঁদুর জীবন রক্ষার আর কোন্ উপায় না দেখিয়া বিনীতভাবে সিংহকে বলিল, "আমি পথ ভুল করিয়া আপনার শরীরের উপর পড়িয়াছিলাম। আপনি পশুরাজ। আমার ন্যায় ছোট জীবকে বধ করিলে আপনার নামের অপযশ হইবে। ক্ষমাই মহতের লক্ষণ। আপনি মহৎ। আপনি দয়া করিয়া এবার আমাকে ক্ষমা করুন।"

ইঁদুরের কথা শুনিয়া সিংহ হাসিয়াই আটখান। সে ভাবিল ইঁদুরের ন্যায় ছোট জীব তাহার কি উপকার করিবে? সে তখন অবজ্ঞাভরে ইঁদুরটিকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া ইঁদুরটি বনে চলিয়া গেল।

কিছু দিন পরের কথা। একদিন সেই সিংহ এক শিকারীর জালে আটকা পড়িল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও জাল ছিঁড়িতে পারিল না। সে তখন প্রাণভয়ে গর্জন করিতে লাগিল। তাহার গর্জনে চারিদিক কাঁপিতে লাগিল এবং বনের অন্যান্য জন্তু জানোয়ারেরা ভীত হইল। তাহারা যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল। পলাইল না শুধু সেই ছোট ইঁদুরটি। সে সিংহের আর্তনাদ শুনিবামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং

সিংহের দুর্দশা দেখিয়া তাহার বড় দয়া হইল। সে অতি শীঘ্র তাহার ধারাল দাঁতের সাহায্যে জাল কাটিয়া সিংহকে মুক্ত করিল। সিংহ জাল হইতে মুক্ত হইয়া ইঁদুরটির খুব প্রশংসা করিল। সিংহ বলিল, "বন্ধু ইঁদুর, সেদিন তোমাকে ঠাট্টা করিয়াছিলাম। সেদিন ভাবিতে পারি নাই যে তোমার মত ছোট জীব আমার কাজে লাগিবে। আজ সত্য-সত্যই তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়া প্রত্যুপকার করিলে।"

একতার বল



এক যে ছিল গৃহস্থ। তাহার গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ ও বাগানভরা শাক-সব্জি ছিল। বৌ আর তিনটি ছেলে নিয়া তার সংসার। গৃহস্থ বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরাই সব কাজকর্ম করে। তাহাদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব। বেশ সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। হঠাৎ তাহার পুত্রদের মধ্যে অসদ্ভাব দেখা দিল। তাহারা এক সঙ্গে থাকিতে চাহিল না। পুত্রদের ভাবগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। সে পুত্রদের মধ্যে কি ভাবে সদ্ভাব আনিবে সে-

কথা দিবারাত্র ভাবিতে লাগিল। অবশেষে সে তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুই ফল হইল না। অবশেষে একদিন সে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা আসিয়া হাজির হইল। তখন বৃদ্ধ এক আঁটি লাঠি প্রত্যেকের হাতে পর পর দিয়া বলিল, "এই লাঠির আঁটিটি ভাঙ্গিয়া ফেল দেখি।" তাহারা সকলেই সেই লাঠির আঁটি ভাঙ্গিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই পারিল না। অবশেষে বৃদ্ধ আঁটিটি খুলিয়া উহা হইতে একখানি লাঠি প্রত্যেকের হাতে তুলিয়া দিয়া ভাঙ্গিতে বলিল। এইবার প্রত্যেকেই অতি সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তখন বৃদ্ধ পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ বৎসগণ, তোমরা যতদিন পরস্পর সদ্ভাবে থাকিবে ততদিন কেহই তোমাদের ক্ষতি করিতে সাহস করিবে না, আর যদি তোমরা পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক হও তবে যে-কেহ তোমাদের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে।" পুত্রেরা তখন একতার মূল্য বুঝিল। তাহারা আর পৃথক হইতে চাহিল না। বৃদ্ধের ঘরে আবার সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল।

বানরের বুদ্ধি

এক গরীব বাজিকরের একটি বানর ছিল। সে শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঐ বানরটির সাহায্যে নানা রকম মজার খেলা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিত।

একদিন এক গ্রামে খেলা দেখাইয়া বাজিকর রাত্রিতে সেখানে এক গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িল। বানরটি ঐ গাছের সঙ্গে বাঁধা রহিল।

একদল দস্যু ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহারা বাজিকরকে ঘুমাইতে দেখিয়া সেখানে থামিল। তারপর তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার টাকা-পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। তাহারা যাইবার সময় নিকটবর্তী এক বনে বাজিকরকে কবর দিয়া গেল।

বানর সব কিছুই লক্ষ্য করিল। মনিবকে হত্যা করায় তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে দাঁত দিয়া তাহার গলার দড়িটি কাটিয়া দস্যুদের অনুসরণ করিল। তাহাদের পিছু পিছু যাইয়া সে তাহাদের বাড়ীঘর দেখিয়া আসিল। দস্যুরা ইহার কিছুই জানিতে পারিল না।

বানর ভোর হইতে না হইতেই ঐ গ্রামের মোড়লের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া সে চেঁচামেচি করিতে সুরু করিল। মোড়লের বাড়ীতেও মাঝেমাঝে বাজিকর খেলা দেখাইত, তাই বানরটি তাহাদের পরিচিত ছিল। প্রথমতঃ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে বানর মোড়লের কাপড় ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

তখন মোড়ল ভাবিতে লাগিল, বাজিকর কোথায় গেল, আর বানরই বা চেঁচামেচি করিতেছে কেন? ইহা ভাবিয়া সে বানরের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে সুরু করিল। তাহার সহিত আরও অনেক লোক জুটিয়া গেল। তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল।

বনের ভিতর যেখানে বাজিকরকে কবর দেওয়া হইয়াছিল বানর সেখানে আসিয়া থামিল। অতঃপর সে হাতপায়ের নখ দিয়া কবরের মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমবেত লোকদের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। তাহারাও বানরের সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। একটু পরেই সেখানে বাজিকরের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গেল।

ইহার পর বানর মোড়লকে লইয়া দস্যুদের বাড়ী গেল। বানর সেখানে যাইয়াই যে লোকটি বাজিকরকে

হত্যা করিয়াছিল তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে কামড়াইতে লাগিল। ইহার পর প্রকৃত ঘটনাটি বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

অতঃপর পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পুলিশ আসিয়া দস্যুদলকে ধরিল। আদালতে তাহাদের বিচার হইল। বিচারে তাহাদের কঠোর শাস্তি হইল। তখন সকলেই বানরটির অসাধারণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

মিথ্যাবাদীর সাজা



কোন গ্রামের পাশেই ছিল এক বিশাল মাঠ। সেই মাঠে রাখাল বালকেরা ভেড়া চরাইত। তাহারা রোজ মাঠে ভেড়ার দল ছাড়িয়া গাছের ছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম করিত। মাঠের নিকটেই ছিল প্রকাণ্ড বন। সেই বনে নেকড়ে বাঘ থাকিত। রাত্রের অন্ধকারে সময় সময় নেকড়ে বাঘের দল মাঠে বাহির হইত।

কৃষ্ণদাস নামে এক রাখাল বালক ছিল। সে মিথ্যা কথা বলিতে এবং তামাসা করিতে বড় ভালবাসিত। চালাকিতে সে ছিল খুব পটু। একদিন সব রাখাল বালক গাছের তলায় একত্র হইয়া খেলা করিতেছে। এমন সময় কৃষ্ণদাস 'বাঘ আসিয়াছে, বাঘ আসিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া নিকটবর্তী রাখাল বালকেরা দৌড়াইয়া তাহার কাছে আসিল। তখন কৃষ্ণদাস তাহাদিগকে দেখিয়া মাঠের এক ধারে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। সে প্রায়ই এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তামাসা করিত। অবশেষে রাখাল বালকেরা বিরক্ত হইয়া স্থির করিল যে তাহার ডাকে আর কেহ সাড়া দিবে না।

কয়েক দিন পরের কথা। বিকাল বেলা। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। সাঝেঁর আর বেশী দেরী নাই। রাখাল বালকেরা বাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিতেছে। এমন সময় বন হইতে এক দল নেকড়ে বাঘ আসিয়া কৃষ্ণদাসের ভেড়ার পালের উপর লাফাইয়া পড়িল। ইহাতে কৃষ্ণদাস নিরুপায় হইয়া কাতরস্বরে 'বাঘ আসিয়াছে, বাঘ আসিয়াছে' বলিয়া অন্য দিনের মত চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু

কৃষ্ণদাসকে সকলেই মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিত। তাই সেদিন আর কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল না। সকলেই মনে করিল সেদিনও সে তামাসা করিতেছে। এদিকে নেকড়ে বাঘের দল ইচ্ছা-মত ভেড়াগুলিকে খাইয়া ফেলিল এবং কৃষ্ণদাসেরও প্রাণ সংহার করিল। ইহাতে মিথ্যাবাদীর উপযুক্ত শাস্তি হইল।

ধূর্ত শিয়াল ও বোকা কুমীর

বিশাল বন। সেই বনে বাস করিত এক শিয়াল। বনের নিকটেই ছিল এক নদী। সেই নদীতে বাস করিত এক কুমীর।

শিয়াল রোজই নদীতে জল পান করিতে যাইত। একদিন জল পান করিবার সময় কুমীরের সঙ্গে শিয়ালের দেখা হইল। ইহার পর হইতে রোজই কুমীরের সঙ্গে শিয়ালের নানা রকম কথাবার্তা হইত।

একদিন কুমীর শিয়ালকে বলিল, "আমার যে ভাই, না খাইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। নদীর মাছ জেলেরাই সব ধরিয়া লইয়া যায়। আমার আর মাছ খাইবার কোন উপায় থাকে না।"

কুমীরের কথা শুনিয়া শিয়াল বলিল, "আমারও ভাই, শিকারের অভাবে তোমার মত দশা। আমি এখন আর রোজ শিকার পাই না।"

কুমীর বলিল, "মানুষেরা চাষ করিয়া জমিতে ফসল ফলায়, তাহা খাইয়া তাহারা বেশ আরামে দিন কাটায়। এস, আমরাও তাহাই করি।"

শিয়াল বিনা দ্বিধায় কুমীরের প্রস্তাবে রাজী হইল।

ইহার পর তাহারা নদীর ধারে এক টুকরা জমি চাষ করিয়া সেখানে ধান বুনিল।

শিয়াল বলিল, "ভাই কুমীর, ফসলের ভাগ লইয়া দুইজনে যাহাতে বিবাদ না হয় সেজন্য পূর্ব হইতেই উহা ঠিক করিয়া লওয়া ভাল।"

বোকা কুমীর বলিল—"সে অতি উত্তম কথা।"

ধূর্ত শিয়াল বলিল, "ভাই, তুমি আর আমি সমান সমানই পরিশ্রম করিয়াছি। তাই ভাগটা সমান সমানই হইবে, তুমি লইবে গাছের গোড়ার দিক আর আমি লইব আগার দিক।"

ভাগ সমান সমান হইবে শুনিয়া কুমীর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

কিছুদিন পরে ধান পাকিলে উহা কাটা হইল। শিয়াল উপরের দিকের ধান লইল। কুমীরের ভাগে রহিল শুধু খড়গুলি।

কুমীর বুঝিল, শিয়াল তাহাকে ঠকাইয়াছে। তবু সে কিছু বলিল না।

আবার চাষের কথা উঠিল। জমি চাষও হইল। এবার তাহারা আলু বুনিল।

কুমীর পূর্বে গাছের গোড়ার দিক লইয়া ঠকিয়াছে।

এবার ভাগের কথা উঠিলে, সে আগার দিক লইতে চাহিল।

শিয়াল ছিল চালাক। সে উহাতে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইল।

ফসল উঠিল। শিয়াল গোড়ার দিক হইতে আলু-গুলি লইয়া চলিয়া গেল। এবারও কুমীরের ভাগে রহিল শুধু আলুর গাছগুলি।

কুমীর ভাবিল, এবারও ধূর্ত শিয়াল তাহাকে ঠকাইয়াছে। তারপর আর একদিন শিয়াল কুমীরের নিকট যাইয়া চাষের কথা বলিল। কুমীর তখন শিয়ালকে বলিল, "চাষ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ভাগটা এবারও আমি আমার ইচ্ছা মতই লইব।"

শিয়াল এবারও কুমীরের কথায় রাজী হইল।

এবার তাহারা আখের চাষ করিল। কুমীর ভাবিল, গত বারে শিয়াল গোড়ার দিক লইয়াছে। তাহার পূর্বে লইয়াছে আগার দিক। এবার হয়ত আবার আগার দিকই লইতে চাহিবে। তাই কুমীর স্থির করিল, সে এবার আগার দিক লইয়া শিয়ালকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে।

কুমীর তখন শিয়ালকে তাহার মনের ভাব

জানাইল। শিয়াল কুমীরের কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হইল।

যথাসময়ে আখ পাকিলে উহা কাটা হইল। কুমীর আগার দিক লইল, আর শিয়াল মিষ্ট রসে-ভরা গোড়ার দিক লইল।

কুমীর আখের আগা চিবাইয়া একটুও মিষ্ট রস না পাইয়া বিরক্ত হইল। এদিকে শিয়াল গোড়ার দিকের মিষ্ট রস পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল।

কুমীর এইভাবে বার বার ঠকিয়া শিয়ালের উপর খুব রাগিয়া গেল।

ইহার পরেও আর একদিন শিয়াল কুমীরের নিকট চাষের প্রস্তাব করিল। কুমীর পূর্ব হইতেই শিয়ালের প্রতি বিরক্ত ছিল। সে কুমীরের প্রস্তাব শুনিয়া সেদিন রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। শিয়াল ইহাতে ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিল।

কাবুলীর অবাক কাণ্ড

কাবুল দেশের অধিবাসীকে কাবুলী বলে।

তোমাদের আজ এক কাবুলীর অবাক কাণ্ডের কথা বলিব। কাবুলী বাংলাদেশে নূতন আসিয়াছে। একদিন সে বাংলা দেশের এক গ্রাম্য রাস্তা দিয়া কার্যোপলক্ষে কোথাও যাইতেছিল। প্রখর সূর্য কিরণে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহার সারা দেহ হইতে অঝোরে ঘাম বাহির হইতেছিল। সে বিশ্রাম করিবার মানসে এক জামগাছের ছায়ায় বসিল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা ঐ জাম গাছ হইতে জাম পাড়িয়া খাইতেছিল। ছেলেদিগকে জাম খাইতে দেখিয়া কাবুলীরও জাম খাইবার প্রবল বাসনা জাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার পুটলি গাছতলায় রাখিয়া জাম পাড়িবার জন্য গাছে উঠিল।

গাছে উঠিয়া সে লাল ও কাল রঙের বহু জাম দেখিতে পাইল। কাবুলী ইহার পূর্বে আর কখনও কাল জাম খায় নাই। তাই সে গাছে উঠিয়াই লাল-কাল অর্থাৎ কাঁচা ও পাকা যা সামনে পাইল পাড়িয়া মুখে দিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ছেলে বলিল,

'লাল জাম কাঁচা, ইহা খাইবেন না। কাল জাম পাকা। ইহা খাইবেন।'

কাবুলী তখন ছেলের কথামত থোকা হইতে মুঠি মুঠি কাল জাম পাড়িয়া মনের আনন্দে খাইতে লাগিল। এই সকল ফলগাছে সাধারণতঃ ভোম্‌রা ও নানা জাতীয় পোকা ফলের লোভে জড় হইয়া থাকে। একটি জামের থোকায় কয়েকটি কাল ভোম্‌রা বসিয়াছিল। কাল ভোম্‌রা কাহাকে বলে কাবুলী জানে না। সে জাম পাড়িতে পাড়িতে কয়েকটি কাল ভোম্‌রা সহ এক মুঠি জাম হাতে লইল। ভোম্‌রাগুলি তাহার মুঠির ভিতরে ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতে লাগিল। কাবুলীও নাছোরবান্দা। সে ভোম্‌রাসহ জামগুলি মুখে দিয়া বলিয়া উঠিল, "ভোঁ করেঙ্গে ভোঁ করেঙ্গে নাহি ছোরেঙ্গে, কাল কাল যেতনি সব খা ডালেঙ্গে।"

আর একদিন অপর এক কাবুলী এক বাঙ্গালীকে কাঁঠাল খাইতে দেখিল। কাবুলী জীবনে আর কখনও কাঁঠাল খায় নাই। তাই তাহারও কাঁঠাল খাইবার বড় সাধ হইল। সে বাজার হইতে ভাল একটা কাঁঠাল কিনিয়া আনিল। সে ইহার কোয়া বাহির না করিয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার

দাড়ি ও মোচ কাঁঠালের আঠায় চটচটে হইয়া গেল। কাবুলী সাবান ও জল দ্বারা ইহা পরিষ্কার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল-না। পরে সে নিরুপায় হইয়া এক বাঙ্গালী যুবককে বলিল, “ভাই, কাঁঠাল খাইবার সময় আমার দাড়ি ও মোচে কাঁঠালের আঠা লাগিয়া গিয়াছে। সাবান দিয়াও ইহা পরিষ্কার করিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া, ইহা পরিষ্কার করিবার উপায় বলিয়া দিন।” বাঙ্গালী যুবকটি ছিল একট রসিক। সে কাবুলীকে বলিল, “আপনি তাড়াতাড়ি দাড়ি ও মোচে ভাল করিয়া ছাই মাখাইয়া দিন। তাহা হইলেই কাঁঠালের আঠা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।” কাবুলী বাঙ্গালী যুবকের রসিকতা বুঝিতে পারিলনা। সে ভাল করিয়া দাড়িতে ছাই মাখাইয়া দিল। একেত কাবুলীর খুব ঘন লম্বা দাড়িতে কাঁঠালের আঠা, উহার উপর আবার ছাই মাখাইয়া দেওয়ায় ইহা একেবারে জট পাকাইয়া গেল। কাবুলী তখন বড় অসুবিধায় পড়িল। অবশেষে সে নিরুপায় হইয়া এক বৃদ্ধ লোকের নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, “মহাশয়, আপনি যে কাজ করিয়াছেন উহাতে আর কোন উপায় নাই। আপনি নাপিত ডাকিয়া অতি সত্বর আপনার দাড়ি কাটিয়া ফেলুন।” কাবুলী

Acc No - 14911

অগত্যা তাহাই করিল। ইহার পর কাবুলী পথ দিয়া চলিবার সময় কাহারো দাড়ি না দেখিলেই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "বন্ধু, তুমিও আমার মত কাঁঠাল খাইয়াছিলে ?"

অপূর্ব গুরুভক্তি

সে অনেক দিন আগের কথা। আয়োদধৌম্য নামে এক বৃদ্ধ মুনি বাস করিতেন। আরুণি নামে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিল। আরুণি অতি গুরুভক্ত ছিল। সে সর্বদা গুরুর আদেশ পালন করিত।

একদিন গুরু শুনিতে পাইলেন যে, আলি ভাঙ্গিয়া তাঁহার শস্যক্ষেতে জল প্রবেশ করিয়াছে। শীঘ্র জলের



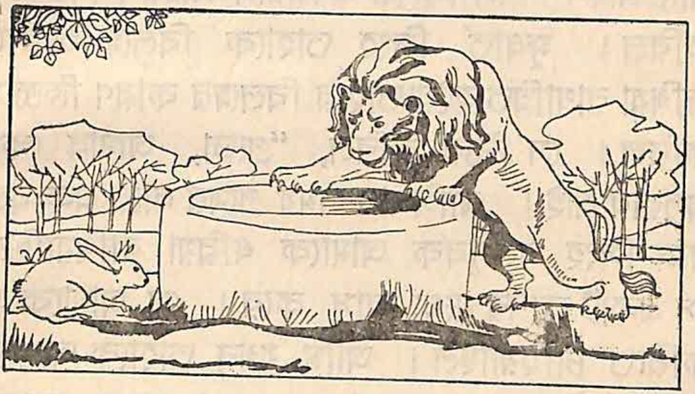
স্রোত বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা অচিরেই জলে ডুবিয়া শস্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া গুরু আরুণিকে জলের স্রোত বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

গুরুর আদেশ পাইবামাত্র আরুণি তাড়াতাড়ি ক্ষেতে যাইয়া মাটির সাহায্যে জলের স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জলের বেগ এত বেশী ছিল যে সে কিছুতেই জলস্রোত বন্ধ করিতে পারিল না। তখন নিরুপায় হইয়া সে নিজেই জলের উপর শুইয়া পড়িল। ইহাতে জলের স্রোত অনেকটা কমিয়া গেল।

এদিকে দ্বিপ্রহরে খাইবার সময় অতীত হইয়া গেল, তবু আরুণি বাড়ী ফিরিল না। গুরু ইহাতে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি আরুণির অন্বেষণে ক্ষেতে যাইয়া দেখিলেন—আরুণি শুইয়া আছেন। আরুণির এই অদ্ভুত কার্য দেখিয়া গুরুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দুই হাতে আরুণিকে জল হইতে উঠাইয়া মুক্ত কণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ধন্য আরুণির অপূর্ব গুরুভক্তি! এইরূপ গুরুভক্তির নিদর্শন জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

খরগোশের চতুরতা

কোন এক বনে এক সিংহ বাস করিত। সে ছিল অত্যন্ত বলবান ও হিংস্র। সে প্রত্যহ পশু বধ করিত। ইহার ফলে অল্পকালের মধ্যে সেই বন পশু-শূন্য হইবার উপক্রম হইল।



বহুদিন অতীত হইল। সিংহ বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। সে আর সহজভাবে চলাফেরা করিতে পারিল না। সুতরাং একদিন সে বনের সমস্ত পশুকে ডাকিয়া বলিল, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এবং চলা-ফেরা করিতে অক্ষম। সুতরাং আমি আদেশ করি যে তোমাদের মধ্য হইতে দৈনিক একটি করিয়া পশু আমার

খাদ্যের জন্য উপহার দিতে হইবে।" বনের পশুরা ইহাতে সম্মত হইল। তাহারা প্রত্যহ একটি করিয়া পশু সিংহের খাদ্য হিসাবে পাঠাইতে লাগিল।

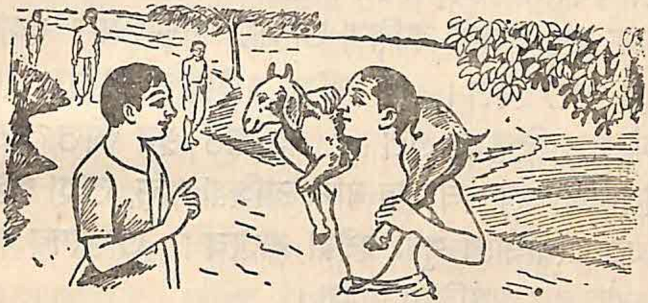
একদিন এক চতুর খরগোশের পালা আসিল। সে ভাবিল, "আমি তো নিশ্চয়ই মরিব, তবে আর সিংহকে অনুনয় করিয়া লাভ কি? সুতরাং আস্তে আস্তে যাই।" সে বিলম্ব করিয়া সিংহের নিকট গমন করিল। ক্ষুধার্ত সিংহ তাহাকে বিলম্বে আসিতে দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া তাহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে উত্তর করিল, "প্রভো, আমার কোন অপরাধ নাই। আসিবার সময় পথের ধারে এক বল-বান সিংহ বলপূর্বক আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সে একটি কূপের মধ্যে বাস করে। সে আমাকে বধ করিতে চাহিয়াছিল। আমি যখন তাহাকে আপনার কথা বলিলাম, তখন সে আপনাকে অপমান করিল।" ইহা শুনিয়া সিংহ আরও রাগান্বিত হইয়া বলিল, "এ্যাঁ! কে আমাকে অপমান করিয়াছে? তাহাকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তুমি আমাকে কূপের নিকট লইয়া চল।" খরগোশ তখন সিংহকে কূপের নিকট লইয়া গেল এবং তাহাকে কূপের ভিতর তাকাইতে বলিল। সিংহ কূপের ভিতর তাকাইয়া

উহার জলে নিজের ছায়া দেখিতে পাইল এবং উহাকে অন্য একটি সিংহ মনে করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল এবং সেই গর্জন কূপের তলদেশে প্রতিধ্বনিত হইল। সিংহ তখন রাগান্বিত হইয়া কূপের ভিতর লাফাইয়া পড়িল এবং প্রাণ হারাইল। এইভাবে একটি ছোট খরগোশ তাহার চতুরতার বলে বনের পশুদিগকে এবং নিজেকে ক্ষুধার্ত সিংহের কবল হইতে রক্ষা করিল।

বোকা ব্রাহ্মণ

একদা এক বোকা ব্রাহ্মণ একটি যজ্ঞের ছাগ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। ছাগটি অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ দয়া-পরবশ হইয়া ছাগটিকে কাঁধে লইয়া পথ চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া চারি জন ধূর্ত ব্যক্তি পরামর্শ করিল যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ছাগটি ফাঁকি দিয়া লইতে হইবে। তাহারা তখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল। ছাগ কাঁধে করিয়া ব্রাহ্মণ যখন প্রথম ধূর্ত ব্যক্তির নিকট আসিল তখন সে বলিল, "এই কুকুরটিকে কাঁধে লইয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন ?" ব্রাহ্মণ বলিল, "এ কুকুর নয়, এতো ছাগ।" ইহা বলিয়া সে পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর গেলে দ্বিতীয় ধূর্ত ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইল। সে বলিল, "আপনি একজন ভদ্রলোক। আপনি কুকুরটিকে কাঁধে লইয়া যাইতেছেন কেন ?" এবার ব্রাহ্মণ একটু বিরক্ত হইল। সে কোন কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিতে লাগিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই তৃতীয় ধূর্ত ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইল। সে বলিল, "কি ভাই, এই কুকুরটিকে আপনি কেন কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন ? উহাকে ফেলিয়া দিন।"

এবার ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছাগটিকে কাঁধ হইতে নামাইয়া বারবার ভাল করিয়া দেখিল এবং উহাকে আবার কাঁধে লইয়া পথ চলিতে লাগিল। শেষবার যখন চতুর্থ ধূর্ত ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইল তখন সে-ও ছাগটিকে কুকুর বলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের



তখন সন্দেহ হইল। সে ভাবিল উহা হয়ত কুকুরই হইবে। তাহার ভুল হইয়াছে। এইরূপ সন্দেহ করিয়া ব্রাহ্মণ ছাগটিকে পথের মধ্যে ফেলিয়া গেল।

এইভাবে ধূর্ত ব্যক্তিরা ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ছাগটি আদায় করিয়া পরমানন্দে উহার মাংস ভক্ষণ করিল।

বুদ্ধির জয়

খুব ঘন বন। সেই বনে ছিল বড় বড় গাছ। সেই সব গাছে বাস করিত অনেক বানর। বনের মধ্যে বাস করিত বাঘ, সিংহ, হাতী, শিয়াল প্রভৃতি অনেক জন্তু।

একদিন এক বানর বনের ভিতর ফল খুঁজিতে বাহির হইল। সে কিছুক্ষণ পর দেখিতে পাইল অনেক বড় বড় গাছ মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহাতে সে খুব ভীত হইল। সে ছুটিয়া যাইয়া অপর বানরদের নিকট সব কিছু বলিল। তাহারাও খুব ভীত হইল। তাহারা ভাবিল সব গাছ যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তো বন একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। তাহাদের বাস করিবার খুব অসুবিধা হইবে।

বনে এক বৃদ্ধ ও চতুর শিয়াল বাস করিত। বানরেরা সকলে মিলিয়া তাহার কাছে যাইয়া সব কিছু খুলিয়া বলিল। শিয়াল শুনিয়া বলিল, "তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি এখনই যাইয়া উহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিব।"

শিয়াল বনের ভিতর যাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বানরদের বলিল, "আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। চল, রাজার নিকট যাই।"

সিংহ পশুদের রাজা। সকলে মিলিয়া সিংহের কাছে গেল এবং তাহাকে নমস্কার জানাইয়া সব বৃত্তান্ত বলিল। সিংহ ঘটনাস্থলে যাইয়া সব কিছু দেখিল, কিন্তু গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইহাতে সে খুব ভীত হইল।

সিংহ তখন শিয়ালকে ও বানরদিগকে বলিল, "তোমরা হাতীর নিকট যাও। সে নিশ্চয়ই ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।"

হাতী সব কথা শুনিয়া শিয়াল ও বানরদের বলিল, "তোমাদের যত সব আজগুবি কথা! ঝড়ে মাঝেমাঝে গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ঝড় নাই, তবু গাছ ভাঙ্গিবে কেন? আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি দেখিতেছি।"

হাতী বনের ভিতর যাইতে না যাইতেই তাহার কাছেই মড়মড় করিয়া কয়েকটি বড় বড় গাছ মাটিতে পড়িয়া গেল। হাতী ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

হাতীর এই কথা শুনিয়া বনের পশুরা খুব ভীত হইল। তাহারা সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "হায়, হায়, আমাদের আর বাঁচিবার উপায় নাই।"

বনে একটি চতুর বিড়াল বাস করিত। সে ছিল

অতি বৃদ্ধ। তার ছিল বড় বড় গোঁফ। সে একপাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। সে পশুদের নিকট যাইয়া বলিল, "আমার মনে হয়, আমি এই ঘটনার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।"

বিড়ালের কথা শুনিয়া অন্যান্য পশুরা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "শিয়াল, হাতী ও সিংহ হার মানিল, এখন বাকী রহিল বিড়াল।"

বিড়াল কিন্তু পশুদের ঠাট্টায় দমিল না। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বনের ভিতর চলিয়া গেল। সে প্রথমতঃ গাছগুলি খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল এবং পরে আশেপাশে সব মাটির ঢিবি ও গর্ত খুঁজিল। কিছুক্ষণ পরে সে একটা বড় ইঁদুর দেখিতে পাইল এবং উহাকে মুখে করিয়া পশুদের নিকট ফিরিয়া আসিল। ইঁদুরটিকে দেখাইয়া সে বলিল, "ইহারাই দাঁতের সাহায্যে গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করিতেছে। তাই একটু বাতাস হইলেই গাছগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।"

অতঃপর বিড়াল বনের ভিতর যাইয়া একটি একটি করিয়া সবগুলি ইঁদুর মারিয়া ফেলিল। ইহার পর হইতে আর বনের কোনও গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল না। পশুরা তখন সকলেই বিড়ালের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

লেজ-কাটা শিয়াল

একদা এক ধূর্ত শিয়াল আখ ক্ষেতে বড় উৎপাত আরম্ভ করিল। সে প্রত্যহ রাত্রিবেলায় বহু আখ কামড়াইয়া নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন ক্ষেতের মালিক ইহা দেখিয়া ক্ষেতের এক কোণে একটি ফাঁদ পাতিয়া রাখিল।

শিয়াল সেদিন সন্ধ্যায় ক্ষেতে ঢুকিয়া দেখিল এক কোণে একটি মুরগী দাঁড়াইয়া আছে। সে ভাবিল—বেশ মজা। আগে মুরগীটি খাই; পরে কিছু আখ খাইব।"

শিয়াল যেই মুরগীটিকে ধরিতে গেল, অমনি ফাঁদে উহার লেজ আটকাইয়া গেল। বহু টানাটানি করিয়াও সে লেজ ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে লেজটি কাটিয়া পড়িয়া রহিল। শিয়াল কোনপ্রকারে প্রাণ লইয়া ছুটিয়া পলাইল। মুরগী খাওয়া আর তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। অবশেষে সে শিয়ালদের এক সভা ডাকিল। বনের সব শিয়াল সভায় উপস্থিত হইল। তখন লেজ-কাটা শিয়ালটি একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিল, "বন্ধুগণ, লেজ আমাদের একটা

কলংক বিশেষ। ইহা আমাদের কোন কাজে লাগে না। অনর্থক আমরা উহার বোঝা বহন করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সকলেরই লেজ কাটিয়া ফেলা উচিত। এই দেখ, আমার লেজ কাটিয়া ফেলিয়াছি।” সভায় একটি বৃদ্ধ শিয়াল উপস্থিত ছিল। সে ধূর্ত লেজ-কাটা শিয়ালের মতলব বুঝিতে পারিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, “আমি জানি, কি ভাবে তুমি তোমার লেজ হারাইয়াছ।”

লেজ-কাটা শিয়াল তখন বেগতিক দেখিয়া প্রাণের ভয়ে কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। অন্যান্য শিয়ালেরা তখন হাসিতে লাগিল।

অদ্ভুত বিচার

এক যে ছিলেন রাজা। তাঁহার ছিলেন এক রাণী। রাজবাড়ীর নিকটেই ছিল এক বিশাল দীঘি। সেই দীঘিতে রাণী প্রত্যহ স্নান করিতেন।

রাণী দীঘিতে জলে নামিবার পূর্বে তাঁহার গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া ঘাটের উপরে রাখিতেন। তারপর স্নান শেষ করিয়া আবার গহনাগুলি পরিতেন। এক বুড়ী দাসী সেই গহনাগুলি পাহারা দিত।

একদিন জলে নামিয়া রাণী স্নান করিতে লাগিলেন। স্নান করিতে তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া গেল। বুড়ী দাসী বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এক বানর গাছে বসিয়া সব কিছু লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার প্রবল বাসনা হইল, সেও রাণীর মত গহনা পরিবে। সে বুড়ী দাসীকে ঝিমাইতে দেখিয়া চুপি চুপি গাছ হইতে নামিয়া ঘাটে আসিল। তারপর সেখান হইতে একটি দামী মুক্তার হার লইয়া পলায়ন করিল।

হার চুরি হওয়ায় চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। হৈ-চৈ শুনিয়া একটি ছোট বালক ভয়ে ঐ পথ দিয়াই দৌড়াইয়া পলাইতেছিল। রাজার সিপাহীরা তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল এবং রাজার নিকট লইয়া গেল।

রাজা রাগান্বিত হইয়া বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হার কোথায় রাখিয়াছ ?"

বালকটি ছিল খুবই চতুর। সে হার চুরি করে নাই, সে নিরুপায় হইয়া বলিল, "আমি কোটালের নিকট হার রাখিয়াছি।"

রাজার লোকেরা বালকটির কথা শুনিয়া কোটালের কাছে গেল।

তাহারা সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার নিকট হার দাবী করিল।

কোটাল দেখিল মহা বিপদ! তাই সে নিরুপায় হইয়া বলিল, "আমি হার গায়কের নিকট রাখিয়াছি।"

রাজার লোকেরা গায়কের নিকট যাইয়া হার চাহিল। তখন গায়ক এমন একজন লোকের নিকট হার রাখিয়াছে বলিল,যাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া গেল না।

রাজা তখন তাহাদের সকলকেই বন্দীশালায় আটক করিতে আদেশ দিলেন। রাজার মন্ত্রী ছিলেন অতি বুদ্ধিমান। তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমার মনে হয় ইহারা সকলেই নির্দোষ। শাস্তির ভয়ে ইহারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমাকে যদি দুই-এক দিন সময় দেন, তাহা হইলে আমি চোর ধরিয়া দিতে পারি।"

রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া চোর ধরিবার জন্য তাঁহাকে কয়েক দিন সময় দিলেন।

অতঃপর মন্ত্রী কারাগারের পাহারাওয়ালাদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা রাত্রিবেলা কারাগারে বন্দীরা কে কি কথা বলে তাহা ভালরূপ শুনিয়া রাখিও। আমি পরে উহা তোমাদের নিকট শুনিব।"

রাত্রি গভীর হইলে কোটাল ছেলেটিকে বলিল, "তুমি কেন অনর্থক আমার উপর দোষ চাপাইয়াছ?" ছেলেটি বলিল, "আমি যদি আপনার কথা না বলিতাম তাহা হইলে সিপাহীরা আমাকে কঠোর শাস্তি দিত। হার আমি নিই নাই, আপনার কাছেও রাখি নাই। সব কিছুই ফাঁকি।" ইহার পর গায়কও কোটালের সঙ্গে ঐরকম কথা বলিতে লাগিল। পাহারাওয়ালারা বন্দীদের কথাবার্তা সব কিছুই শুনিল এবং মন্ত্রীকে জানাইল। মন্ত্রী তখন বুঝিলেন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিরা কেহই হার চুরি করে নাই।

মন্ত্রী অতঃপর রাণী যে দীঘিতে স্নান করিতেন সেই দীঘির নিকট গেলেন। তিনি দেখিলেন দীঘির তীরে গাছের ডালে অনেক বানর কিচির-মিচির করিতেছে। তিনি ভাবিলেন বানরদের তো চুরি করিবার অভ্যাস আছে। তাহারাও হয়ত রাণীর হার

চুরি করিতে পারে। তিনি অনেক চিন্তার পর লোক দিয়া কয়েকটি বানর ধরাইলেন এবং উহাদের নকল মুক্তার হার পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। বানরেরা অতি অনুকরণপ্রিয়। যে বানরটি রাণীর হার চুরি করিয়াছিল সে তাহার সঙ্গীদের গলায় মুক্তার হার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লুকানো জায়গা হইতে হারটি আনিয়া গলায় পরিল।

ইহা দেখিয়া রাজার লোকজনেরা বানরটিকে ধরিল এবং তাহার গলা হইতে হারটি খুলিয়া লইল। মন্ত্রীর অপূর্ব বিচারশক্তি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অতঃপর বন্দীদের ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং মন্ত্রীকে পুরস্কৃত করিলেন।

ই

সত্যের জয়

হজরত আবদুল কাদের জিলানী একজন বিখ্যাত তাপস ছিলেন। সত্যকথা বলিতে তিনি কখনও ভয় পাইতেন না। আজ তোমাদিগকে তাঁহার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর গল্প বলিব।

হজরত আবদুল কাদের জিলানী তখন সবে মাত্র বালক। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি একদল বণিকের সহিত বাগ্‌দাদ শহরে যাইতেছিলেন। পড়ার খরচের জন্য তাঁহার মা তাঁহার জামার আস্তিনের মধ্যে কয়েকটি টাকা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত বণিকদের টাকা-পয়সা লুট করিয়া লইল।

ডাকাতদের একজন আবদুল কাদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বালক, তোমার কাছে কি আছে?"

বালক বিনা দ্বিধায় উত্তর করিল, "আমার কাছে টাকা আছে।" কয়েকজন ডাকাত বালকের পুঁটুলি ও জামা অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাইল না।" তখন তাহারা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বালককে বলিল, "আমাদের সহিত তামাসা করিতেছ বুঝি! কোথায় তোমার টাকা? বালক বলিল, "তামাসা নয়, সত্যই আমার সহিত টাকা আছে।" ডাকাতেরা তৎক্ষণাৎ

বালকটিকে তাহাদের সরদারের নিকট লইয়া গিয়া বলিল, "হুজুর, এই বালকটি বলিতেছে, তাহার সহিত টাকা আছে। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কাছে আমরা কিছুই পাইলাম না।"

সরদার বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তোমার টাকা আছে, বল।" বালক বলিল, "টাকা আমার জামার আস্তিনের ভিতরে সেলাই করা আছে।" সরদারের আদেশে একজন ডাকাত বালকের জামার আস্তিন খুঁজিয়া দেখিল উহার ভিতর সত্য-সত্যই টাকা আছে। বালকের এমন সত্য কথায় ডাকাত-দল অবাক হইয়া গেল। ডাকাতদের সরদার বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি টাকার কথা বলিলে কেন? তুমি না বলিলে আমরা তো টাকার কথা কিছুই জানিতে পারিতাম না।"

বালক বলিল, "আমি মিথ্যা কথা বলিব কেন? বাড়ী হইতে আসিবার সময় মা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন আমি যেন কখনও সত্যকথা বলিতে ভয় না পাই। আমি কয়েকটি টাকার জন্য মায়ের কথা অমান্য করিতে পারিব না।"

বালকের সত্য কথায় সরদারের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। সে ডাকাতদের ডাকিয়া বলিল, "দেখ সামান্য

বালক পর্যন্ত মায়ের আদেশ পালন করিতেছে। আর আমরা ভগবানের আদেশ অমান্য করিয়া পাপ কাজ করিতেছি। আমাদের এই কাজের ফলে কত লোকের সর্বনাশ হইতেছে। এখন হইতে আমরা আর এই পাপ কাজ করিব না।"

সেই দিন হইতেই ডাকাতের দল পাপ কাজ ছাড়িয়া দিয়া সৎপথে চলিতে লাগিল।

অপূর্ব আত্মত্যাগ

ধাত্রীপান্না ছিলেন মেবারের রাণা উদয়সিংহের ধাই-মা। তাঁহার অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ তখন মারা গিয়াছেন। তাহার পুত্র উদয়ের বয়স মাত্র ছয় বৎসর। তাহার পক্ষে রাজ্য চালানো সম্ভব নয়। তাই তাহার বৈমাত্রেয় বড় ভাই বিক্রমজিৎ মেবারের রাণা হইলেন। তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী লোক ছিলেন। তাই দেশের সর্দারেরা কিছুদিনের জন্য বনবীর নামে তাহাদেরই একজনকে এই সর্তে রাজা করিলেন যে উদয় বড় হইলে তাহাকে রাণার সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। বনবীর রাণা হইয়া উদয়সিংহের পক্ষে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন এবং বিক্রমজিৎকে তাঁহার মহলে আটক করিয়া রাখিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইতেই বনবীরের স্থায়িভাবে রাণা হইবার বাসনা হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পথে দুইটি অন্তরায়—একটি বিক্রমজিৎ, অপরটি উদয়সিংহ। তাহাদিগকে অপসারিত করিতে পারিলেই সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে। বনবীরের এই চক্রান্ত গোপন রহিল

না। রাজবাড়ীর এক ঝি উহা জানিতে পারিল। সুযোগ বুঝিয়া বনবীর বিক্রমজিৎকে হত্যা করিলেন। বিক্রমজিতের অন্দরমহলে মেয়েদের ক্রন্দনের রোল উঠিল।

পান্না তখন উদয়কে ঘুম পাড়াইতে যাইতেছিলেন। তিনি বিক্রমের মহলে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলেন। এমন সময় রাজবাড়ীর সেই ঝি ঝড়ের বেগে পান্নার ঘরে প্রবেশ করিল। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া পান্নার আরও ভয় হইল। তিনি ঝিকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঝি উত্তর করিল, "সর্বনাশ হইয়াছে, বনবীর বিক্রমজিৎকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি যে-কোন মুহূর্তে কুমার উদয়-সিংহকেও হত্যা করিতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া পান্না অতিশয় বিচলিত হইলেন। অতঃপর তিনি স্থির করিলেন, যেভাবেই হউক রাণা-কুলের শেষ প্রদীপ উদয়কে রক্ষা করিবেন।

ইহা ভাবিয়া তিনি তখনই কুমারের পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া উহা তাঁহার প্রিয় পুত্র চন্দনকে পরাইলেন এবং চন্দনের পোষাক কুমারকে পরাইলেন। তারপর একটি বড় ফলের ঝুড়ি আনিয়া উত্তমরূপে খড়-পাতা বিছাইয়া উহাতে কুমারকে শোয়াইলেন। পাতা দিয়া ঝুড়িটি

এমনভাবে ঢাকিয়া দিলেন যাহাতে কেহ উহাতে উদয়ের সন্ধান না পায়। আর উদয়ের যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট না হয় উহাতে সেই ব্যবস্থাও রহিল।

তারপর পান্না উদয়ের সমবয়সী নিজের ছেলে চন্দনকে কুমারের খাটে শোয়াইয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর পান্না ঝিকে জানাইলেন যে, চন্দনকে উদয়ের পোষাক পরাইয়া কুমারের বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। বনবীর আসিলে বুঝিবে সে-ই উদয়। এই কথা শুনিয়া ঝি অবাক হইয়া পান্নার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অতঃপর সে পান্নাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ধাই-মা, তুমি মা হয়ে কি ক'রে সন্তানকে শত্রুর হাতে অর্পণ করতে চাও?" পান্না আর কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার চোখে জল দেখা দিল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া ঝিকে বলিলেন, "ঝি আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করিয়া বীরা নদীর তীরে আত্মগোপন কর। কখন বনবীর আসিয়া পড়িবে ঠিক নাই।" ঝি অগত্যা তাহাই করিল।

পান্না তখন করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে ভগবান, আমার ছেলের প্রাণ যায় ক্ষতি

নাই ; কিন্তু তুমি দয়া করিয়া কুমারের প্রাণ রক্ষা করিও।"

পান্নার কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই রুক্ষ-দর্শন বনবীর ছুরিকা হাতে উদয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বনবীরকে দেখিয়াই ভয়ে পান্নার প্রাণ শুকাইয়া গেল। বনবীর আরক্ত নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "ধাই, উদয় কোথায় ?" পান্না তখন নির্বাক। তিনি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে উদয়ের বিছানা দেখাইয়া দিলেন। উদয় মনে করিয়া নিষ্ঠুর বনবীর অনতিবিলম্বে চন্দনের বুকে সুতীক্ষ্ণ ছোরা বসাইয়া দিল। ছোরার আঘাতে চন্দনের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া বনবীর হৃষ্টচিত্তে সেস্থান ত্যাগ করিল।

চোখের সামনে নিজের পুত্রকে হত্যা করিতে দেখিয়াও পান্না চীৎকার করিলেন না। তাঁহার চোখ হইতে একফোঁটা জল পড়িল না। তিনি পাথরের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেই করুণ দৃশ্য দেখিলেন। অবশেষে তিনি চন্দনের মৃতদেহ কাঁধে লইয়া রাজ-প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়া বীরা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঝি পান্নার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঝিয়ের সহায়তায় পান্না নদীর তীরে চন্দনের সৎকার করিলেন। সৎকার শেষ হইলে দুইজনে উদয়কে লইয়া

রাত্রির অন্ধকারে চিতোর হইতে দূরে এক নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেলেন। পুত্রের জীবনের বিনিময়ে উদয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়া পান্না জগতের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন উহার তুলনা মিলে না। তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই মাথা নত হইয়া আসে।

(সংক্ষেপিত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

অনুশীলনী

অপূর্ব মাতৃভক্তি

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ী কোথায় ছিল? তাঁহার মাতৃভক্তি সম্বন্ধে কি জান?

ছোট বলিয়া ঘৃণা করা উচিত নয়

১। ইঁদুর কিভাবে সিংহের গায়ে পড়িয়াছিল? সে কি করিয়া সিংহের জীবন রক্ষা করিয়াছিল?

একতার বল

১। বৃদ্ধ কৃষকের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল? প্রথম দিকে তাঁহার দিন কিভাবে কাটিতেছিল?

২। পুত্রদের মধ্যে অসদ্ভাব দেখা দিলে তিনি কি উপদেশ দিলেন?

বানরের বুদ্ধি

১। বানর তাহার বুদ্ধির বলে কি করিয়াছিল ?

মিথ্যাবাদীর সাজা

১। রাখাল বালকের নাম কি ছিল ? সে কিভাবে তামাসা করিত ?

২। মিথ্যাবাদী রাখাল বালক কিভাবে তাহার ভেড়ারপাল ও প্রাণ হারাইল।

ধূর্ত শিয়াল ও বোকা কুমীর

১। এই গল্পে বর্ণিত কুমীর ও শিয়ালের মধ্যে কে ছিল বোকা এবং কে ছিল ধূর্ত ? কুমীরের বোকামির দুইটি দৃষ্টান্ত দাও।

কাবুলীর অবাক কাণ্ড

১। কাবুলী কাহাকে বলে ? গাছ হইতে কালজাম পাড়িয়া খাইবার সময় কাবুলীর কি দশা হইয়াছিল ?

২। পাকা কাঠাল খাইতে যাইয়া কাবুলী কি অসুবিধায় পড়িয়াছিল ? কাহার পরামর্শে সেই অসুবিধা দূর হইয়াছিল ?

অপূর্ব গুরুভক্তি

১। আরুণি কে ছিল ? তাঁহার অপূর্ব গুরুভক্তি সম্বন্ধে কি জান ?

খরগোশের চতুরতা

১। সিংহ বৃদ্ধ হইলে বনের পশুদের সহিত উহার কি চুক্তি হইয়াছিল ?

২। খরগোশ কিভাবে তাহার বুদ্ধিবলে বনের পশুদের ও নিজেকে সিংহের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল ?

বোকা ব্রাহ্মণ

১। ধূর্তেরা ব্রাহ্মণকে কিভাবে ঠকাইয়াছিল ?

বুদ্ধির জয়

১। 'বুদ্ধির জয়' গল্পটি সংক্ষেপে লিখ।

লেজ-কাটা শিয়াল

১। শিয়ালটি কিরূপ প্রকৃতির ছিল ? কিভাবে উহার লেজ কাটা গেল ? লেজ-কাটা শিয়াল অন্যান্য শিয়ালদের কি বুদ্ধি দিয়াছিল ?

২। বৃদ্ধ শিয়াল ধূর্ত লেজ-কাটা শিয়ালকে কি বলিয়াছিল ?

অদ্ভুত বিচার

১। রাণী কোথায় প্রত্যহ স্নান করিতে যাইতেন ? তাঁহার হার কে চুরি করিয়াছিল ?

২। কে, কিভাবে রাণীর হার-চোর ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ?

সত্যের জয়

১। কাদেরের মা কাদেরকে কি বলিয়া দিয়াছিলেন ? কাদের দস্যুর কবলে পড়িয়াও কিভাবে রক্ষা পাইল ?

অপূর্ব আত্মত্যাগ

১। উদয়সিংহ কে ছিলেন ? বনবীর তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল কেন ?

২। ধাত্রীপান্নার ছেলের নাম কি ছিল ? ধাত্রীপান্নার অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনীটি সংক্ষেপে বল।